জন্মদিন পহেলা অক্টোবর

চতুর্থ বর্ষে চ্যানেল আই

একপা, দু'পা করে দেশের প্রথম ডিজিটাল বাংলা চ্যানেল চ্যানেল আই পা দিল চতুর্থ বর্ষে। ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনায় চ্যানেল আই ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী লাখ লাখ দর্শকের কাছে নন্দিত হয়েছে। চ্যানেল আই যেমন একদিকে দেশের সংস্কৃতির সুস্থধারার নানা দিক বিকশিত করছে, তেমনি এদেশের টিভি মিডিয়ায় তৈরি করে চলেছে নানা ইতিহাস। চ্যানেল আই সর্বপ্রথম এদেশে ২০০ পর্বের প্রতিদিন ধারাবাহিক নাটক প্রচার করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যা এদেশের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। চ্যানেল আই এদেশের টিভি মিডিয়ায় সর্ব প্রথম চালু করেছে পুর্ণাঙ্গ প্রতিদিন সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক প্লাস। যা ইতিমধ্যে ৩০০ পর্ব প্রচার সম্পন্ন হয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রেও চ্যানেল আই সৃষ্টি করেছে আরেকটি ইতিহাস। চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান আমার ছবির ১২৪ পর্ব প্রচার হয়েছে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সেই শুরু থেকে চ্যানেল আই বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। ১ সেপ্টেম্বর চ্যানেল আই পালন করতে যাচ্ছে তৃতীয় জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আয়োজন করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের।

চ্যানেল আই-এর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান মালার 'যাত্রা' নাটকের একটি দৃশ্য

'আমাদের নিউজকে অনেক দূরে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাধা আসবে। আমরা সব বাধা অতিক্রম করে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই'

শাইখ সিরাজ
পরিচালক, পরিচালক সংবাদ
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম (চ্যানেল আই)

১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর চ্যানেল আই যাত্রা শুরু করে। যাত্রার পর থেকে নাটক, ম্যাগাজিন, তথ্যমূলক, সঙ্গীতানুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করে আসছে। চ্যানেল আই-এর জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ফ্লপ শো, ইউর চয়েস ওলে ওলে, সাজাই স্বপ্ন ঘর, কথায় কথায়, আই ফোকাস, বারো মাসের রান্না, আই স্পোর্টস, ইস্পাহানি টেলি কুইজ, রোভিং আই, সংবাদপত্রে বাংলাদেশ, ফেস টু ফেস, একই নাট্যকারের দুটি নাটক নিয়ে নাটক ডাবল মজা, ইসলাম বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান, সত্যের সন্ধানে প্রভৃতি। বিশেষ দিনে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যে রয়েছে বিশেষ নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, টক শো,প্রামাণ্যচিত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। গত বছর ১ অক্টোবর থেকে চ্যানেল আই শুরু করে সংবাদ প্রচার। ব্যতিক্রমী ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনার জন্য খুব অল্প সময়ে এ সংবাদ দেশী ও বিদেশী অগণিত দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চ্যানেল আই-এর অনুষ্ঠান ও সংবাদ নিয়ে শাইখ সিরাজ, পরিচালক, পরিচালক সংবাদ, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম (চ্যানেল আই)-এর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'অনুষ্ঠান ও নিউজের ক্ষেত্রে কতোটা জনপ্রিয়তা পেয়েছি তা দর্শকই ভালো বলতে পারবে। তবে আমারও কিছু বলার থাকে। আর তা হলো নিউজের ক্ষেত্রে মনে করি ১০ নম্বরের মধ্যে আমরা পেয়েছি ৪ নম্বর। ৬ নম্বর পেতে সময় লাগবে। আমাদের নিউজকে অনেক দূরে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাধা আসবে। আমরা সব বাধা অতিক্রম করে

আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই। আর অনুষ্ঠান চেষ্টা করি ভালো করার। আমার মনে হয়, দু'একটি ছাড়া বেশির ভাগ ভালো অনুষ্ঠানই দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করতে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করছি আরো ভালো করার, সেক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজন। প্রতিবছরের মতো এ বছর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আমরা দর্শকদের জন্য নতুন অনুষ্ঠান তৈরি করেছি। যা দর্শকদের ভালো লাগবে। মাটি ও মানুষ-এর মতো অনুষ্ঠান আমাদের চ্যানেলে কেন করছি না সে প্রসঙ্গে বলবো, একদিকে ঐ ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য প্রয়োজন লোকবল। অপরদিকে অনুষ্ঠানটির দর্শক কোন শ্রেণীর সেটিও একটি বিষয়। যেহেতু আমাদের চ্যানেল স্যাটেলাইট যার কারণে সারা দেশ থেকে দেখা যায় না। মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানটি মূলত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের নিয়ে ছিলো। যে কারণে এর দর্শকও গ্রামবাংলার। এমন অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছে করে। তবে এখন আমার বয়স হয়েছে যার জন্য আগের মতো পরিশ্রম করতে পারব না। সেহেতু সেই আগের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানটি করতে যে শ্রম প্রয়োজন তা দিতে পারবো না। যা এখন আমার বয়সের কারণে আমার পক্ষে সম্ভব নয় এ জন্যই হয়তো করছি না।'

চ্যানেল আই প্রতিবারের মতো এবারও জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। রাত ১২টা ১ মিনিটে জন্মদিনের কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান পালন শুরু হবে। এ সময় সাবিনা ইয়াসমিনের চ্যানেল আইকে নিয়ে গাওয়া 'চ্যানেল আইয়ের আজ জন্মদিন' গানটি পরিবেশন করা হবে। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- চ্যানেল আই-এর ভিউআরদের উপস্থাপনায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দর্শকদের চ্যানেল আই-এর প্রচারিত অনুষ্ঠানের অনুভূতি নিয়ে কথা। এই দিন থেকে প্রতিদিন সকালে প্রচারিত হবে দুই ঘন্টার মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম। এই অনুষ্ঠানে থাকবে আধুনিক, ব্যান্ড, লোকগীতি এমনকি সিনেমার গান। রাতে থাকবে হুমায়ূন আহমেদের রচনা ও পরিচালনায় নাটক 'যাত্রী' এবং প্রণব ভট্ট রচিত ও অরণ্য আনোয়ার পরিচালিত নাটক 'আশ্রয়'। এছাড়াও থাকবে আলেখ্যানুষ্ঠান, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পীদের শুভেচ্ছা বাণীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান।

শিল্পী নন সাধকও বটে

ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম

২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের একক বাঁশিবাদন অনুষ্ঠান। ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলামের বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা, প্রসার, সংরক্ষণ ও রুচিশীল শ্রোতা তৈরির লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রের সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ক্লাব এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অভূতপূর্ব মায়াময় পরিবেশনা আর মনোমুগ্ধকর সুরে সবাইকে মোহাবিষ্ট করে বাঁশি বাজিয়ে থাকেন আজিজুল ইসলাম। তিনি শুধু শিল্পীই নন, সাধকও বটে। কারণ অর্থ নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, এমনকি প্রতিযোগিতার জন্যেও নয়, তিনি মূলত প্রাণের তাগিদেই বাজান। এ যেন সঙ্গীতকে ভালোবেসে সঙ্গীতেই পুরো জীবন সমর্পণ করা। ক্যাপ্টেন ইসলাম প্রথমে চট্টগ্রামস্থ আরিয়া সঙ্গীত সমিতির প্রিয়দা রাজন সেনগুপ্ত'র কাছে, তারপর ওস্তাদ বেলায়েত আলী খানের কাছেও কিছুদিন তালিম নেন। তিনি যখন কর্মজীবনে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের লোনা পানি কেটে কেটে পাড়ি জমাতেন পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, শিল্পীসত্তা বিকাশে সত্যিই তা অনুকূল ছিল না। অর্থাৎ ওস্তাদের সাহচর্য ছাড়াই তাকে কাটাতে হয়েছে বছরের পর বছর। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। বরং পর্যাপ্ত নির্জনতাকে তিনি আপন দক্ষতায় কাজে লাগিয়ে সুপ্ত শিল্পীসত্তাকে আরো তীক্ষ্ণতর করেছেন। আজিজুল ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এর মধ্যে রয়েছে- ভারত, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ায় বাঁশি বাজিয়েছেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত বেহালাবাদক ভিজি যোগের সঙ্গে তিনি যুগলবন্দী অনুষ্ঠানে রাগ হংসধ্বনি ও ভাটিয়ালি ধুন পরিবেশন করেন। মোহন বাঁশির নিপুণ পরিবেশনার কারণে তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে। তাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলকাতা, দিল্লির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবলায় যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ সাবির খাঁ, পণ্ডিত সমর সাহা, পণ্ডিত সুভেন চ্যাটার্জীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

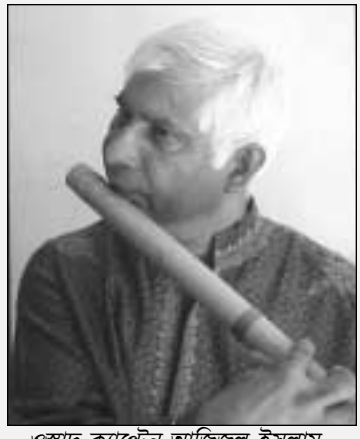

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০
কু ই জ প্র তি যো গি তা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার

সি নে মা রি ভি উ

‘ভয়ঙ্কর’ ছবি!

শরীফউদ্দিন খান দিপুর একটি আলাদা পরিচিতি আছে দর্শক মহলে। তিনি ‘আমি গুন্ডা আমি মাস্তান’ ছবির পরিচালক। যে ছবি সে সময় অশ্লীলতার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে ‘ফায়ার’ সে স্থান দখল করে। তো সেই একই পরিচালক যখন ‘ওরা ভয়ংকর’ ছবি নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হন, দর্শক প্রত্যাশাও তখন অন্যরকম (!) থাকে। ‘ভাই অনেকদিন গরম সিনেমা দেখি না। দিপু ভাইয়ের ওপর বহুত আশা কইরা এই ছবি দেখতে আইছি’ জনৈক দর্শকের এরকম আশাবাদ নিয়েই দেখতে বসলাম ‘ওরা ভয়ংকর’ ছবিটি।

ঘটনা সংক্ষেপ : প্রফেশনাল খুনি গামা ফিরোজ (ডিপজল)। টাকার বিনিময়ে সে খুন করে একজন মন্ত্রীকে। আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন গুন্ডা গাংগুয়াকেও সে খুন করে। প্রতিটি খুনের পর লাশের পাশে জোকার রেখে দেয়া তার অভ্যাস। এ দু’টি খুনের তদন্তভার দেয়া হয় অসৎ পুলিশ অফিসার চৌধুরীকে (সাদেক বাচ্চু)। কিন্তু সে ব্যর্থ হওয়ায় দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় যুবক পুলিশ অফিসার বাদশার (মান্না) কাছে। সে খুঁজে বের করে ডিপজলকে। ঘটনাচক্রে সাদেক বাচ্চুর মেয়ে কাজলের (মৌসুমী) সঙ্গে প্রেম হয় মান্নার। কিন্তু সাদেক বাচ্চু তা মেনে নেয় না। পালিয়ে বিয়ে করে মান্না-মৌসুমী। ওদিকে খুনের দায়ে ফাঁসি দেয়া হয় ডিপজলের। কিন্তু সাদেক বাচ্চুর সহায়তায় সে বেঁচে যায়। আবার একের পর এক খুন হয়। মান্নাই শুধু বুঝতে পারে ডিপজল বেঁচে আছে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করাতে পারে না। মৌসুমীও তাকে ভুল বোঝে। ছবির শেষ পর্যায়ে ডিপজলকে খুন করে মান্না সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রিয় খাবার এবং মৌসুমী : মান্না তার অফিসিয়াল কাজে মৌসুমীদের বাড়িতে আসে। কারণ মৌসুমীর বাবা সাদেক বাচ্চু মান্নার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মান্নাকে দেখেই মৌসুমীর প্রেম উথলে ওঠে। মৌসুমীর মা খালেদা আক্তার কল্পনা মান্নাকে খেয়ে যেতে বলে। মৌসুমীর ছোট বোন মান্নাকে বলে, ‘আজ মা আপুর পছন্দমতো পোলাও-কোরমা-কারী-কাবাব রেঁধেছেন।’ জিভে পানি আসার মতোই অবস্থা। কিন্তু পাশের দর্শক ততক্ষণে মেতেছেন গাণিতিক বিশ্লেষণে। ‘পরিচালক এইখানে একটা খেল দেখাইছে। সত্যি সত্যিই মৌসুমীর প্রিয় খাবারের তালিকা তুইল্যা আনছে। এগুলা যদি প্রিয় খাবার হয়, শরীলডা তো তাইলে ওইরকম হাতির (!) মতো হইবোই।’

আপত্তিকর : সিনেমায় বেশকিছু চরম আপত্তিকর দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মান্না-মৌসুমী কিংবা আফজাল শরীফের সঙ্গে তার নায়িকার বেশ কয়েকটা বেডসিন

ছবিটির নায়িকা মৌসুমী

জয়ার প্রিয় অনুষ্ঠান

বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রশংসিত হলেও জয়া মাসউদের পরিচয় এখন অভিনয় তারকা হিসেবে। অবশ্য একুশে টিভিতে ‘কেনাকাটা’র উপস্থাপনা তাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছিল। জয়া এখন কাজ করছেন মাছরাঙ্গা প্রোডাকশনের নতুন ধারাবাহিক ‘গৃহগল্প’, জাহিদ হাসানের ‘খেলনা’সহ আরো বেশ কয়েকটি নাটকে। জয়ার সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় টিভি চ্যানেল আর অনুষ্ঠান নিয়ে। জয়া বলেন, ‘বাড়িতে থাকলে মোটামুটি টিভি দেখা হয়, তবে ইটিভি বন্ধের কারণে একটু মন খারাপ হয়েছে, কেননা আমার করা ‘কেনাকাটা’ অনুষ্ঠানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইটিভির নিউজটা মিস করতাম না। নাটকগুলোও খুব ভালো হতো।’ দেশীয় অন্যান্য চ্যানেল সম্পর্কে জয়া জানান, বিটিভিতে নাটক দেখা হয় মাঝে মাঝে, আর পুরনো বাংলা ছবির প্রতি একটা ঝোক থাকার কারণে মাঝে মাঝে চ্যানেল আইতেও চোখ যায়। বাইরের চ্যানেলগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়ান বাংলা চ্যানেলগুলো তার বেশ ভালো লাগে। এই তালিকায় রয়েছে আলফা বাংলা, ইটিভি বাংলা, তারা এবং ডিডি সেভেন। হিন্দি চ্যানেলগুলোর মধ্যে স্টার প্লাস এবং সনি জয়ার ভীষণ প্রিয়। স্টার প্লাসে ডেইলি সোপ ‘কাহি কিসি রোজ’, ‘কাহানি ঘর ঘর কি’ জয়ার খুব ভালো লাগে আর সনিতে ‘কুসুম, কুটুম্ব’ সিরিয়াল আর ‘কাহিনা কাহি কোই হ্যায়’ প্রোগ্রামগুলো দারুণ এনজয় করেন জয়া। এছাড়াও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ও ডিসকভারিও রয়েছে জয়ার পছন্দের চ্যানেল তালিকায়।

দেখানো হয়েছে। দৃশ্যগুলোর চিত্রায়ণ শুধু আপত্তিকরই নয়, চরম অশ্লীলও। আফজাল শরীফের নায়িকা জনৈক এক্সস্ট্রার গোসলের দৃশ্যের কথাও এক্ষেত্রে বলা যায়। সিনেমা হিট করার জন্য এসব দৃশ্য থাকাটা কি এতোটাই জরুরি?

গাঁজাখুরি : বেশকিছু রহস্যময় ব্যাপার দেখানো হয়েছে 'ওরা ভয়ংকর' ছবিতে। পুরো ছবি শেষ করার পর তাই কিছু প্রশ্ন রয়েই গেলো। একটি জাদুকরী (!) ট্যাবলেট দেখানো হয়েছে ছবিতে। জেলখানায় ডিপজলকে ঐ ট্যাবলেট দিয়ে যায় নাসরিন। ফাঁসির আগে তা খেয়ে নেয় ডিপজল। এরপর যথারীতি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফাঁসি হয়। হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে পরদিন সকালে লাশ হস্তান্তর করা হয় নাসরিনের কাছে। কিছুক্ষণ পর ভেলকিবাজির মতো ডিপজল উঠে বসে। কিছুই বোঝা গেল না, কিভাবে কি হলো। পরে সাদেক বাচ্চু মান্নার কাছে স্বীকার করে যে, তার সহায়তায় ডিপজল বেঁচে উঠেছে। কিন্তু কিভাবে? তা একবারও বলা হয়নি। ডিপজলের কথিত কবর খুঁড়ে সেখানে লাশও দেখতে পায় মান্না। তাহলে ডিপজল বেঁচে থাকে কিভাবে? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। আসলে এমন গাঁজাখুরি গল্প বোধহয় শুধুমাত্র বাংলা সিনেমায়ই দেখানো সম্ভব।

একই কথা বলা যায় নায়ক মান্না সম্পর্কেও। সামান্য পুলিশ অফিসার হয়ে সে কিভাবে ওরকম তিনতলা বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হয়েছে, কিভাবে তার হাতে থাকে দামী মোবাইল সেট তা ছবিতে দেখানো হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে সে যে সম্পত্তি পায়নি, তা নিশ্চিত। কারণ সে মানুষ হয়েছে এতিমখানায়। আবার প্রচলিত ধারার অসৎ, ঘুষখোর পুলিশ অফিসারও সে নয়। তাহলে এই সম্পত্তির উৎস কোথায় ? পুলিশের ইনফরমার আফজাল শরীফকে পুরো ছবিতে দেখা গেলো একজন এক্সট্রার সঙ্গে রঙ্গরস করতে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য সে মান্নাকে যোগান দিচ্ছে। কিন্তু কিভাবে? উত্তরগুলো পরিচালক মহোদয়ের জানা আছে বলে মনে হয় না।

সিনেমায় বেশকিছু চরম আপত্তিকর দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মান্না-মৌসুমী কিংবা আফজাল শরীফের সঙ্গে তার নায়িকার বেশ কয়েকটা বেডসিন দেখানো হয়েছে। দৃশ্যগুলোর চিত্রায়ণ শুধু আপত্তিকরই নয়, চরম অশ্লীলও

সংলাপ ও দর্শক : 'ওরা ভয়ংকর' ছবিতে ডিপজলের একটি নির্দিষ্ট সংলাপ ছিলো। 'কেউ কাউরে মারে না, কেউ কাউরে মারতে পারে না।' আড়াই ঘন্টার ছবিতে বিভিন্ন সময়ে, কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার ডিপজল এ সংলাপটি বলেছেন। ছবি শেষে সব দর্শকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়ে আসছি। এ পর্যায়ে এক দর্শককে জিজ্ঞেস করলাম, ছবিটি কেমন লাগলো? সে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। এরপর উত্তর দিলো বিজ্ঞের মতো, 'কেউ ভালো ছবি বানায় না, 'কেউ ভালো বাংলা ছবি বানাইতে পারে না'। বাংলা ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই কি একজন সাধারণ দর্শকের এ অভিযোগের কথা শুনছেন?

জ্যাজ সঙ্গীত সন্ধ্যা

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ওসমানী মিলনায়তনে মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ জ্যাজ মিউজিক সন্ধ্যা। 'বুম উজেল-হ্যারিস ট্রিও' নামে পরিচিতি একটি আমেরিকান জ্যাজ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানে বেজ গিটার, গিটার ও বাঁশির অপূর্ব পারফরমেন্স দিয়ে মাতিয়ে রাখেন উপস্থিত দর্শকদের। এদিন উপস্থাপিত বেশির ভাগ সুরই বিশ্ববিখ্যাত জ্যাজ শিল্পী লুই আমস্ট্রং-এর কম্পোজ করা। জ্যাজ গ্রুপটির তিনজন আর্টিস্টও স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন। নিউইয়র্কভিত্তিক বংশীবাদক জেমি বম তার বিভিন্ন কম্পোজিশনের জন্য বেশকিছু পুরস্কার পেয়েছেন। গিটার বাদক কেন উইজেল বিশ্বের ২১টি দেশের বড় বড় জ্যাজ উৎসবে অংশ নিয়েছেন। আর বেজ গিটারবাদক ও সুরকার জেরোমি হ্যারিস গিটার বাজানো ছাড়াও লেখক হিসেবে বেশ পরিচিত। ওসমানী মিলনায়তনের এই সঙ্গীত সন্ধ্যায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বুম উজেল-হ্যারিস ট্রিও জ্যাজ গ্রুপের তিন সদস্য

ঐকিক থিয়েটারের নাটক

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের ঢাকায়, ঢাকার বাইরের নাটক মঞ্চায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় মহিলা সমিতি মঞ্চে মঞ্চায়িত হয় নারায়ণগঞ্জের ঐকিক থিয়েটারের চতুর্থ প্রযোজিত নাটক 'পুণ্যাহ'। 'পুণ্যাহ' নাটকে একরৈখিক বা নিটোল কোনো কাহিনী নেই। সমাজের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত, কাহিনী-উপ-কাহিনী, বিশ্বাস ও সংস্কার, ভালোবাসা ও স্বার্থপরতা, মানুষের উদারতা ও সংকীর্ণতা একাকার হয়ে এ নাটকে এমন এক গভীরতা লাভ করে যা বহু বিস্তারিত জীবনের ডালপালা মেলে ধরে। ঐকিক থিয়েটারের প্রতিটি শিল্পীর অভিনয় বেশ ভালো হয়েছে। 'পুণ্যাহ' নাটকটি রচনা করেছেন বদরুজ্জামান আলমগীর এবং নির্দেশনায় ছিলেন কামালউদ্দিন কবির। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন- রুমী, রিপন, রাখি, বাবু, উর্মি, ইয়াসমিনসহ আরো অনেকে। দর্শক ছিলো চোখে পড়ার মতো।

চারকোলের প্রদর্শনী

১৩ সেপ্টেম্বর থেকে অলিয়ঁস ফ্রঁসেজে শুরু হয়েছে চারকোল আয়োজিত 'ইউনিটি ফর দ্য পিস অ্যান্ড প্রোগ্রেস' চিত্র প্রদর্শনী। চার বন্ধু অশোক কর্মকার, হিরন্ময় চন্দ, মোখলেসুর রহমান ও জাহিদ মুস্তাফা। এই চার শিল্পীর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। এদের সঙ্গে কথা হলে বলেন, 'আমাদের বন্ধুতার সূত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে। সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় পেশাগত জীবনে আমরা এখন চারুশিল্পী। আমাদের মধ্যে কাজের ঐক্য গড়ে ওঠে '৯৯ সালের শেষ দিকে। ২০০১ সালের প্রথম দিবসে আবার আমরা একত্রিত হয়ে বিশ্বশান্তির পক্ষে বাণী লিখে গ্যাস বেলুনের সাহায্যে আকাশে উড়িয়ে দিই। এরপর আমরা একটি চারুশিল্পী গ্রুপ গড়ার সিদ্ধান্ত নিই। এরপর গড়ে ওঠে 'চারকোল'। এটি চারকোলের প্রথম প্রদর্শনী। আমাদের এই যূথবদ্ধ আয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা যদি কারো মনে বিন্দুমাত্র অভিঘাত সৃষ্টি করে তাহলে আমরা আরো অগ্রসর হবার প্রেরণা পাব।' প্রদর্শনী চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টা ৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

চিত্র মেলা ঝড়ঋতু

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শিল্পাঙ্গনে শুরু হচ্ছে খ্যাতিমান শিল্পী হাশেম খানের একক প্রদর্শনী। 'চিত্র মেলা ঝড়ঋতু' শিরোনামের এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পীর আঁকা ৭৬টি শিল্পকর্ম। শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন তেল রং, জল রং প্রভৃতি। শিল্পী হাশেম খান তার চতুর্থ একক প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, 'আমি সবসময়ই থীমের ওপর জোড় দেই। তাই এবারের প্রদর্শনীতে থীম হিসেবে বেছে নিয়েছি ঝড়ঋতু। ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। আমাদের এই দেশের ঋতুর বৈচিত্রে মানুষের জীবন যাপন, প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে আমার এই শিল্পকর্ম সৃষ্টি, প্রদর্শনী চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা।

উইক অন ফিল্ম ক্ল্যাসিক

২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তন চারদিনব্যাপী 'উইক অন ফিল্ম ক্ল্যাসিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। আয়োজন করেছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ। বিভিন্ন সময়ের ক্ল্যাসিক ফিল্মগুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রদর্শনী। ব্যাটলশিপ পটেমকিন, গোল্ড রাশ, ফ্রন্ট ক্যাসাবলাংকা, বার্থ অফ এ নেশন, অল কোয়াই অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, পথের পাঁচালীসহ মোট আটটি বাছাইকৃত ক্ল্যাসিক ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনীর প্রথমদিন বিকাল ৪টায় ক্ল্যাসিক ফিল্মের ওপর রয়েছে একটি সেমিনার। সেমিনারে দেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বিকাল ৩টা ও ৬টায় দু'টি করে সেশনে ফিল্মগুলো প্রদর্শিত হবে।

অডিও

আমরা সবাই রাজা : রবীন্দ্রনাথের ছোটদের গান নিয়ে 'আমরা সবাই রাজা' শিরোনামে সাদী মহম্মদের একক অ্যালবামটি প্রযোজনা ও পরিবেশনা করেছেন সাউন্ডটেক। গানের কথা হলো- আমরা সবাই রাজা, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়, বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, হারে রে রে রে রে, হৃদয় আমার নাচে রে প্রভৃতি।

চার পয়সার বাঁশি : আব্দুল হালিম খানের ফোক গানের একক অ্যালবাম 'চার পয়সার বাঁশি'। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় মিডিয়াটেক। অ্যালবামটির দশটি গানের মধ্যে আটটি গানের কথা ও সুর করেছেন শিল্পী আব্দুল হালিম খান, বাকি দু'টি কুটি মনসুর ও মফিজুল ইসলামের লেখা। গানের কথা হলো গেরামের পোলাপান, ফকির বাড়ির মেলায়, দাদা ধরি তোমার পায়, পারুলীরে কেমনে ভোলা যায় প্রভৃতি।

অংক : সঙ্গীতার প্রযোজনায় বিপ্লবের একক অ্যালবাম 'অংক'। গানের কথা হলো- ন/ন= অংক, রূপকুমারী, বিদায় প্রিয়তমা, ঝাঁপ, মেয়েটি আকাশের চাঁদ, আমপাতা, জামপাতা, স্বর্গের ভালোবাসা, আঁতুড় ঘর, হৃদয় নারী প্রভৃতি।

টিকিট আছে নাম্বার নাই : ইথুন বাবু'র কথা ও সুরে সাউন্ডটেকের প্রযোজনা ও পরিবেশনায় মিক্সড অ্যালবাম 'টিকিট আছে নাম্বার নাই!' শিল্পীরা হলেন- আইয়ুব বাচ্চু, হাসান ও সুমন। গানের কথা হলো- টিকিট আছে, আয় আয় ঘুম, তোমাকে চাই, পারি না তোমাকে, ময়দানে আয় প্রভৃতি।

বাস্তব : এস. কে সাগরের একক অ্যালবাম 'বাস্তব' প্রযোজনা ও পরিবেশনা করেছে সাউন্ডটেক। গানের কথা হলো- বাংলা আমার, হিন্দু, মুসলমান, বেকার, যৌতুক চাই প্রভৃতি।

ভালোবাসার ফুল : সঙ্গীতার প্রযোজনায় মৌসুমী রেজার একক অ্যালবাম 'ভালোবাসার ফুল'। গানের কথা হলো- কি নেশা, চুন-সুরকি সিমেন্ট নাইরে, শ্যাম পিরিতি, চোখের একটা কলম প্রভৃতি।

মণিপুরী থিয়েটারের নাট্যভ্রমণ

২৬ সেপ্টেম্বর কমলগঞ্জের বিভিন্ন মণিপুরী গ্রামে নাট্যভ্রমণের উদ্যোগ নিয়েছে মণিপুরী থিয়েটার। মণিপুরী থিয়েটারের অর্ধযুগ পূর্তি উপলক্ষে ৫ দিনব্যাপী এই নাট্যভ্রমণের উদ্যোগ। 'নন্দন ও বিপ্লবের অদ্বৈত সত্তায় জাগরিত হোক নাটক- এ স্লোগানকে সামনে রেখে মণিপুরী থিয়েটার 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' ও নতুন প্রযোজনায় নাটক 'চন্দ্রকলা' এ দু'টি নাটক একাধিকবার প্রদর্শিত হবে। প্রত্যেক স্থানে প্রদর্শনীর আগে থাকবে রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি নিয়ে মুক্ত আলোচনা। থাকবে সন্ধ্যা থেকে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আসর। শুভাশীষ সমীরের নির্দেশনায় 'চন্দ্রকলা' নাটকটি প্রদর্শিত হবে ঘোড়ামারায় (২৭ সেপ্টেম্বর), মাধবপুরে (২৭ সেপ্টেম্বর), তিলকপুর ও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' (২৮ সেপ্টেম্বর)। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নাটকটি প্রদর্শিত হবে পশ্চিম কালিরায় বিল (২৯ সেপ্টেম্বর), গোলের হাওড়ে (৩০ সেপ্টেম্বর)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটকের একটি দৃশ্য

রুহুল তাপস
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হেসেন